সংবিধান কুরআন –হাদিস নয় আবার নোটবুক বা রাফ খাতাও নয়

- Gg. gwebj Bmjvg

১৪ দলনেত্রী শেখ হাসিনাসহ একশ্রেনীর সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবি নতুন সুর তুলছেন সংবিধানতো কুরআন নয় যে, সংশোধন করা যাবেনা। কিন্তু তারা জেনেবুঝে জ্ঞান পাপীর মতো এটি বুঝতে চাচ্ছেন না যে সংবিধান কোন রাফ খাতা বা নোটবুকও নয় যে ব্যক্তি বা কোন দলের প্রয়োজন অনুযায়ী যখন তখন তার বাইরে কাজ করা যাবে। এটিও উনারা ভুলে গেছেন এখন দেশে কোন সংসদ নেই যে সংবিধান সংশোধন করে ১৪ দলের মনের মতো লাইন জুড়ে দিবে। ওনাদের পরম আবদার পুরন করবে। আসলে রাজনীতির একটি গ্রামার থাকা উচিত। ১৪ দল শুরু থেকে যা করছে তা কোন নিয়ম নীতির মধ্যে পড়েনা। ১৪ দলীয় জোট ক্ষমতায় যাওয়া নিশ্চিত করার জন্য যখন যা অপূরনীয় থাকছে সে দাবী সামনে হাজির করছে। এটি একবারও চিন্তা করছেনা যে, সদ্য মেয়াদোত্তীর্ন দুই–তৃতীয়াংশ আসনের অধিকারী ৪ দলীয় জোট এবং তাদের অনুসারীদেরও কোন মতামত বা পছন্দ–অপছন্দ আছে। ভাব দেখে মনে হয় ১৪ দল যা চাইবে সবাইকে সাথে সাথে তার সাথে একমত হয়ে যেতে হবে। চিন্তা করার কোন সময়ও নেয়া যাবেনা। ক্ষমতা গ্রহনের আগে থেকে যেভাবে আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দল হঠকারী ভাবে একের পর এক দাবী দিচ্ছে, ভেবে চিন্তে অবাধ একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তত্বাবধায়ক সরকার তা মেনে নিচ্ছে যদিও অধিকাংশ দাবীই অসাংবিধানিক এবং মেনে নেয়া কঠিন। কিন্তু ১৪ দলের আক্ষেপ হলো সরকার কেন চিন্তাভাবনা করবে, সাথে সাথে কেন তাদের দাবী মেনে নিবেনা। তারা বলছে তত্বাবধায়ক সরকার ৫০ দিন সময় নষ্ট করেছে। এযেন ভূতের মুখে রাম রাম উচ্চারন। বাংলাদেশের ইতিহাসে তত্বাবধায়ক সরকারের কাছে এত দাবী, আন্দোলন আবদার অতীতে হয়নি, আমরা জানি। কিন্তু বর্তমান ১৪ দলীয় জোট তত্বাবধায়ক সরকারের সীমাবদ্ধতা, সময়ের স্বল্পতা জেনেও কেন এ পথে পা বাড়াল। অতীতে বি এন পির রেখে যাওয়া তত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনারের অধীনে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় এসেছে আবার আওয়ামীলীগের রেখে যাওয়া একান্ত পছন্দনীয় তত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য কমিশনারদের অধীনে নির্বাচন করে ৪ দলীয় জোট ক্ষমতায় এসেছে। তাহলে ৪ দলীয় জোটের রেখে যাওয়া সিস্টেমের অধীনে ১৪ দলের এত সংখ্যাহীন দাবী কেন। এখানেই কি আওয়ামীলীগের নজিরবিহীন হঠকারীতা প্রমানিত হয়না। দাবীর পর দাবী, যেন এর কোন শেষ নেই। তত্বাবধায়ক সরকার কি এতসব কাজ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত? নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য রুটিন কাজ করাই এ সরকারের কাজ। অথচ এ সরকারকে দিয়ে চুক্তিভিত্তিক অসংখ্য নিয়োগ বাতিল, ৩৫৩ জন কর্মকর্তার প্রমোশন, প্রশাসনে নজিরবিহীন রদবদল, অসাংবিধানিকভাবে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান গুলোতে হাত দিতে বাধ্য করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের সকল প্রতিষ্ঠান গুলোতে রীতিমতো অস্থিরতা বিরাজ করছে। আস্থাহীনতা ও সংশয় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান গুলোতে দায়িত্ব নেয়ার জন্য কোন লোক রাজি হচ্ছেনা বা পাওয়া যাচ্ছেনা। সামনে থেকে বিদেশী লোক ধার করা ছাড়া কোন বিকল্প বেরিয়ে আসবে কিনা সেটি নিয়েও মুখরোচক আলোচনা চলছে।

লক্ষ–লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত সংবিধান ১৯৭৫ সালে আওয়ামীলীগ কয়েক মিনিটের ব্যবধানে সংশোধন করে ব্যক্তি ইচ্ছার বাস্তবায়ন করেছিল। সকল দল নিষিদ্ধ করে একদলীয় বাকশাল কায়েম, সকল পত্রিকা নিষিদ্ধ করে বশংবদ মাত্র ৪টি সংবাদ পত্রিকা বহাল রাখা, গনতন্ত্র হত্যা করে নির্বিচারে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে গুম, অপহরন করে হত্যা, বাক স্বাধীনতা হরন, নিজদলের কর্মী হত্যা করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল , নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে এরশাদকে সামরিক শাসনে প্ররোচিত করা, দলীয় স্বার্থ হাছিল করার প্রয়োজনে স্বৈরসরকারের সাথে আপোষ করে নির্বাচনে অংশগ্রহন, নিজ প্রয়োজনে মুক্তিযোদ্ধাকে রাজাকার, রাজাকারকে মুক্তিযোদ্ধা আবার জঙ্গীবাদের দায়ে অভিযুক্তকে জননেতা, সৎ রাজনীতিককে জঙ্গী মৌলবাদী বানানো সবই আওয়ামীলীগের গৌরবোজ্জল ইতিহাস। আর এসব অসম্ভবকে সম্ভব করার সুনিপুন কারিগর আওয়ামীলীগ নেতারা, যা রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিমাত্রই অবগত। আওয়ামীলীগের তল্পিবাহক কিছু পরিচিত তথাকথিত সংবিধান বিশেষজ্ঞ আছেন যারা নিকট অতীতেও দেশবাসীকে সংবিধানের ছবক দিতেন। পান থেকে চুন খসলেই সংবিধান লংঘিত হয়েছে, সংবিধানে নেই, অমুক ধারায় এই আছে, তমুক ধারায় এই বলা হয়েছে বলে জবাব দিতেন। এখন কিন্তু সংবিধানের স্পষ্ট বক্তব্য ৯০ দিনের মধ্যে সংসদ নির্বাচনের বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে কান্ডজ্ঞানহীন মতামত দিচ্ছেন। অবশ্য হোমরা চোমরারা রাস্ট্রদ্রোহী মামলা ও আদালত অবমাননার খড়গের ভয়ে প্রকাশ্যে আসতে সাহস পাচ্ছে না। আদালতে কাল

অধ্যায়ের হোতা হিসেবে শীঘ্রই ওনারা আসতে পারবেন বলে মনেও হয়না। ৩০ নবেম্বর আইন ও আদালতের ইতিহাসে যে কাল নবেম্বর অধ্যায়ের স্বাক্ষর রাখা হলো এবং দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকদের আদালত বর্জনের জন্য বাধ্য করা হলো তা সহজে মোছা যাবে না। বাকশাল কায়েমের মত এটিও একটি কাল অধ্যায় হিসেবে আওয়ামীলীগের পরিচয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকবে।

১৮ ডিসেম্বরের পত্রিকার পাতায় একটি হেডলাইন দেখে রীতিমতো মন ভরাক্রান্ত না হয়ে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন সারির একজন কর্মকর্তা বাংলাদেশে দেশটির রাষ্ট্রদূত প্যাট্রেসিয়া বিউটেনিস বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন–সার্বভৌম একটি দেশ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টকে আদেশের সুরে বলেছেন নিরপেক্ষ থাকুন, সংলাপ শুরু করুন। তাও আবার মহান বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে। আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্বের মান আর থাকল কোথায়। স্বাধীনতার মাসে এ লজ্জাজনক পরিনতির জন্য দায়ী কারা? রাজনীতিবিদরা আর কতো দেশের মান সম্মান খোয়াবেন। দোহাই জেদের বশবর্তী হয়ে ১৪ কোটি মানুষকে অপমানিত করবেন না, দেশকে আর নীচে নামাবেন না। সবাইর জানা আছে, যেকোন আন্দোলনে সবপক্ষ সমানভাবে জিতে না। দাবী আদায়ের আন্দোলনে কেউ বেশী অগ্রসর থাকে আবার কেউ একটু পিছনে থাকে। কাউকে কাউকে কিছু ছাড় দিয়ে হলেও দেশ ও জনগনের কল্যানের কথা চিন্তা করে একটি সমাধানে পৌঁছাতে হয়। সামনে অগ্রসর হতে হয়। গোয়ার্তুমী রাজনীতিতে অচল, জনস্বার্থ বিরোধী। তাই বৃহত্তর কল্যানের স্বার্থে, গনতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদদের আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে, একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে গনতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় আরেকটি মাইলফলক রচনা করতে হবে। এটিই আজ দেশবাসীর আকাংখা। এক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা জাতি কখনো ক্ষমা করবে না।

রিসার্চ ফেলো